জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.১৬.০১১.২০.৫৪

তারিখ: ০৯ চৈত্র ১৪২৬ / ২৩ মার্চ ২০২০

বিষয়: করোনা ভাইরাস মোকাবেলা সংক্রান্ত।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের ২৩.০৩.২০২০ তারিখের প্রেস ব্রিফিং।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় এর ২৩.০৩.২০২০ তারিখের প্রেস ব্রিফিং এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। এমতাবস্থায়, প্রেস ব্রিফিং এ উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: প্রেস ব্রিফিং এর কপি ২ (দুই) পৃষ্ঠা।

২৩/০৩/২০২০

(তৌহিদ ইলাহী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩৬২
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
২। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ জননিরাপত্তা/ স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৩। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;
৪। সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ অর্থ বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/ তথ্য মন্ত্রণালয়;
৫। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক;
৬। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর;
৭। বিভাগীয় কমিশনার (সকল);
৮। জেলা প্রশাসক (সকল);
৯। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দেশে করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতি এবং তা মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অদ্য দুপুরে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব এবং অনান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং পূর্বে তিনি সেনাবাহিনী প্রধানের সাথেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট সবার সাথে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিষয়ে সভা ও আলোচনা করছেন। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তিনি নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাহলো:

১. আগামী ২৬ মার্চের সরকারি ছুটি এবং ২৭-২৮ মার্চের সাপ্তাহিক ছুটির সাথে ২৯ মার্চ হতে ০২ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করছে এবং ০৩ ও ০৪ এপ্রিল ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটির দিন এই বন্ধের সাথে সংযুক্ত থাকবে। কাঁচাবাজার, খাবার এবং ঔষধের দোকান, হাসপাতাল এবং জরুরী সেবার জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।

   করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতি রোধকল্পে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে সঙ্গে জনসাধারণকে এই মর্মে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তারা যেন এ সময় জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা, মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি) কোন ভাবেই বাড়ীর বাইরে না আসেন।

২. এই সময়ে বিভিন্ন অফিস আদালতের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী অন-লাইনে সম্পাদন করতে হবে। সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে যারা প্রয়োজন মনে করবে তারা অফিস খোলা রাখবে।

৩. গণপরিবহন চলাচল সীমিত থাকবে। জনসাধারণকে যথাসম্ভব গণপরিবহন পরিহারে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। যারা জরুরি প্রয়োজনে গণপরিবহণ ব্যবহার করবেন তাদেরকে অবশ্যই করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গাড়ীচালক এবং সহকারীগণকে অবশ্যই মাস্ক ও গ্লাভস পড়াসহ পর্যাপ্ত সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. জনগণের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৫. আগামীকাল ২৪ মার্চ ২০২০ থেকে বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে সামাজিক দূরত্ব ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে সেনাবাহিনী প্রশাসনকে সহায়তায় নিয়োজিত হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে তারা জেলা ও বিভাগীয় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবে।

সেনাবাহিনী বিশেষ করে বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের কেউ নির্ধারিত কোয়ারেন্টাইনের বাধ্যতামূলক সময় পালনে ত্রুটি/অবহেলার করছে কিনা তা পর্যালোচনা করবে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ এজন্য স্থানীয় আর্মি কমান্ডারের কাছে সেনাবাহিনী কর্তৃক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য আইনানুসারে অনুরোধ জানাবে।

৬. করোনা ভাইরাসের কারণে নিম্ন-আয়ের কোন ব্যক্তি শহরে জীবন-যাপনে অক্ষম হলে সরকার তাকে “ঘরে ফেরা কর্মসূচীর অধীনে নিজ গ্রাম/ঘরে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ঘোষণা করছে। জেলা প্রশাসকগণ এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

৭. সরকার ভাষাণচরে এলক্ষে মানুষের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছে। সে সঙ্গে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে সরকার এই সুযোগ গ্রহণে আহ্বান জানাচ্ছে। ভাষাণচরের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকরে নিজেদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে সেখানে প্রেরণের জন্য সব জেলা প্রশাসকদেরও নির্দেশনা দেয়া হলো।

৮. করোনা ভাইরাস জনিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়-অন্নসংস্থানে অসুবিধা নিরসনে জেলা প্রশাসকদের খাদ্য ও আর্থিক সাহায্য দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ৫০০ ডাক্তারের তালিকা করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

১০. সবরকম সামাজিক/রাজনৈতিক/ধর্মীয় জনসমাগমে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অসুস্থ/জ্বর/সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মসজিদে না যেতে বারংবার নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। তা ভঙ্গ করে একজন মিরপুরে মসজিদে যাওয়ায় অন্য ব্যক্তিও আক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ইসলামি ফাউন্ডেশন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।